بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে হুদায়বিয়া সন্ধির ঘটনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ হুদায়বিয়া সন্ধির ঘটনার বর্ণনা শুরু করব। ৬ষ্ঠ হিজরীর যুল ক্বাদা মোতাবেক ৬২৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা ঘটে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা একটি পূর্ণাঙ্গীন সূরা **'আল্ ফাতাহ্'** অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই সূরার প্রাথমিক কল্যাণময় আয়াতগুলিতে বলেন, নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি যেন আল্লাহ্ তোমার উপর আরোপিত পূর্বাপর সকল ত্রুটি বিচ্যুতিকে ক্ষমা করেন এবং তোমার উপর নিজের নেয়ামত পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন এবং আল্লাহ্ তোমাকে মর্যদাপূর্ণ ও বিজয়মূলক সাহায্য দান করেন। 'হুদায়বিয়া' একটি কূপের নাম ছিল। এই কূপ ইসলামের প্রাথমিক যুগে পথচারী ও হাজিগণের কাজে লাগত, কিন্তু সেখানে কোনো মানুষের বসবাস ছিল না। এ স্থানটি মক্কা থেকে ৯ মাইল দূরে ও পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

ইতিহাস এবং বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.) একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে হুদায়বিয়া সফর অবলম্বন করেন। মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে নিয়ে নিরাপদে মাথা মুণ্ডন করা অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করছেন এবং বায়তুল্লায় প্রবেশ করে সেখানকার চাবি গ্রহণ করছেন আর আরাফাতে অবস্থানকারীদের সাথে অবস্থান করছেন। এই স্বপ্ন দেখার পর মহানবী (সা.) আরব ও মরুবাসীদের সাথে নিয়ে উমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। এ সফরে খাপবদ্ধ তরবারি ছাড়া মুসলমানদের কাছে আর কোনো যুদ্ধাস্ত্র ছিল না। তৎকালীন সময়ে বাড়ি থেকে বের হলেই মানুষ একটি তরবারি সাথে রাখত এবং কারো কাছে তরবারি থাকলেই যে সে অবশ্যই যুদ্ধ করবে এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। হযরত উমর (রা.) কোন যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে না নেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মহানবী (সা.) বলেন, আমি উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেখানে যাচ্ছি, তাই আমি চাই

না সঙ্গে কোন যুদ্ধাস্ত্র থাকুক।

হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রা.) এই স্বপ্নের উল্লেখ করে বলেন, মহানবী (সা.) এই স্বপ্ন দেখার পর সাহাবাদের উমরহ্‌ার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেন।

উমরাহ্‌ এক প্রকার ছোট হজ্জ। সেক্ষেত্রে হজ্জের কিছু বিধি নিয়মকে বাদ দিয়ে বায়তুল্লাহ্‌র (আল্লাহ্‌র ঘর) প্রদক্ষিণ ও কুরবানী করা হয়। এই ইবাদত পালনের জন্য বছরের নির্দিষ্ট কোন সময়কে নির্ধারণ করা হয়নি। বছরের যে কোন সময়ে এটি পালন করা যায়।

হুদায়বিয়া অভিযানে মুসলমানদের সংখ্যা কত ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে ১০০০ থেকে ১৭০০ পর্যন্ত সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সফরে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। মহানবী (সা.) যুল ক্বাদার শুরুতে সোমবার যাত্রা শুরু করেন এবং প্রথমে যুল হুলায়ফায় পৌঁছে যোহরের নামায আদায় করেন। এরপর কুরবানীর জন্য নির্ধারিত পশুগুলিকে নিয়ে আসতে বলেন, যার সংখ্যা ছিল ৭০, তাদের গলায় মালা পরান। অতৎপর সকল উটের পিঠের কুঁজে চিহ্ন লাগান। হযরত নাজিয়া (রা.) অন্যান্য পশুদের চিহ্ন লাগান। এই সফরে মুসলমানদের কাছে ২০০টি ঘোড়া ছিল।

মহানবী (সা.) কুরাইশদের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হতে একজন গুপ্তচরকে অগ্রে প্রেরণ করেন এবং অধিক সাবধানতা অবলম্বনের জন্য ২০জন সাহাবীর একটি দলকেও অগ্রে প্রেরণ করেন। রওয়াহা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি (সা.) জানতে পারেন, কিছু মুশরিক লোহিত সাগরের তীরে অবস্থান করছে যারা মুসলমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত আবু কাতাদা আনসারী(রা.)-র নেতৃত্বে সাহাবীদের আরেকটি দল প্রেরণ করেন।

এই সফরের সময় সাহাবীরা তাঁর সামনে জমা হয়ে যায় এমতাবস্থায় যখন তাঁর সামনে একটি জলের পাত্র ছিল আর তিনি তা হতে ওযু করছিলেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করেন কী হয়েছে? সাহাবীরা বলেন, আপনার পাত্রের জলটুকু ছাড়া আমাদের কাছে পান করার ও ওযু করার আর কোনো জল নেই। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) সেই পাত্রে হাত রেখে দোয়া করেন। এর ফলে তাঁর আঙ্গুল থেকে পানির ফোয়ারা নির্গত হতে আরম্ভ করে। হযরত যাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা সকলে তৃপ্তি সহকারে সেই জল পান করি, তা দিয়ে ওযু করি এবং আমরা যদি সংখ্যায় এক লাখ হতাম, তথাপি সেই জল আমাদের জন্য যথেষ্ঠ হত।

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) মো'জেযা সম্পর্কে বলেন, লিকা (আল্লাহ্‌র সানিধ্য অর্জন) এর পদমর্যাদায় উপনীত ব্যক্তি দ্বারা এমন ঘটনা সংঘটিত হয় যা মানবিক শক্তির উর্দ্ধে বিবেচিত হয় এবং তার মধ্যে ঐশী রঙ বিদ্যমান থাকে। এমন বহু মো'জেযা বা অলৌকিক ঘটনা রয়েছে যা মহানবী (সা.) কোন প্রকার দোয়া ব্যতীত শুধুমাত্র স্ব-মহিমায় সম্পাদন করেছেন।

যদিও কুরাইশরা জানত যে, মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হচ্ছে না, বরং উমরাহ্‌ পালনের উদ্দেশে মক্কা আসছে, তথাপি তারা মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশে বাঁধা দিতে চায়। মহানবী (সা.) যখন অবগত হন যে কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রেখেছে এবং তারা তাঁকে

বায়তুল্লাহ্ প্রবেশে বাঁধা দিতে চায়। এ কথা শুনে তিনি (সা.) সাহাবীদের কাছে পরামর্শ আহ্বান করেন এবং বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যাত্রা অব্যাহত রাখেন।

মহানবী (সা.) যখন হুদায়বিয়ার কাছে পৌঁছান তখন তাঁর উটনী 'কাশওয়া' বসে পড়ে এবং শত চেষ্টায়ও উঠতে চায়নি। সাহাবীরা বলেন, 'কাশওয়া' তো বসে পড়েছে। তিনি (সা.) বলেন, 'কাশওয়া' বসে যাওয়ার পাত্রি নয়, বরং তার হাতিদের বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লা একে থামিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! কুরাইশরা যা চাইবে সেক্ষেত্রে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতার মহিমা অক্ষুন্ন থাকে, আমি অবশ্যই তাদের চাহিদা পূরণ করব। অতঃপর তিনি (সা.) সেই উটনীকে বকাঝকা করলে উটনী দাঁড়িয়ে যায়।

মুসলমানরা স্বল্প জলসম্পন্ন একটি চৌবাচ্চার কাছে শিবির স্থাপন করে আর সেই চৌবাচ্চা হতে সাহাবীরা জল নিতে শুরু করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে তার জল শেষ হয়ে যায়। হযরত নাজিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, জলের স্বল্পতার কথা শুনে মহানবী (সা.) আমাকে ডেকে পাঠান এবং নিজের তূণ থেকে একটি তির বের করে আমার হাতে দেন এবং একটি বালতি দিয়ে ঝর্ণার জল আনতে বলেন। এরপর তিনি সেই জল দিয়ে ওযু করেন এবং কুলির জল সেই বালতিতে ফেলে বলেন, এটি চৌবাচ্চায় ঢেলে দাও এবং সেখানেই তিরটি গেঁথে দাও। যা'হোক আমি এমনটাই করি। অতএব, সেই সত্তার কসম যিনি মহানবী (সা.) কে সততার সাথে প্রেরণ করেছেন! আমি খুব কষ্ট করে সেই চৌবাচ্চা হতে বাইরে এসেছিলাম, চতুর্দিক হতে জল আমাকে আবৃত করে ফেলেছিল। জল এমন ফুটছিল যেমন হাঁড়িতে জল ফুঠে থাকে, এমন কি জল উপচে পড়ে আর চৌবাচ্চা জলে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সাহাবীরা তার প্রান্ত হতে জল ভরছিলেন, এমনকি শেষ ব্যক্তিও নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রা.) এ প্রসঙ্গে বৃষ্টির ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, সেই রাতে বৃষ্টিও হয়েছিল। অতএব মহানবী (সা.) ফজরের নামাযের জন্য যখন মাঠে উপস্থিত হন তখন মাঠ জলে টইটম্বুর ছিল। মহানবী (সা.) মুচকি হেসে সাহাবীদের বলেন, তোমরা কি জানো, খোদা তা'লা এর মাধ্যমে কী দিকনির্দেশনা দিয়েছেন? সাহাবাগণ নিজেদের চিরাচরিত পন্থা অনুযায়ী নিবেদন করেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভালোই জানেন। মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, আজ সকাল আমার কতক বান্দা প্রকৃত ঈমানের সাথে অতিবাহিত করেছে আর কতক কুফরী অবস্থায়। কেননা যারা এ কথা বলেছে যে, খোদার কৃপায় আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে তারা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর যারা বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে চাঁদ-সূর্যের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে আর খোদাকে অস্বীকার করেছে। একত্মবাদের সম্পদে বলীয়ান এই দিকনির্দেশনা হতে মহানবী (সা.) সাহাবীদের শিক্ষা দেন যে, প্রকৃতপক্ষে, কার্যকারণের অধীনে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর বৈশ্বিক কারখানাকে চালানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার কারণ নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং বৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে চন্দ্র-সূর্য-তারকার প্রভাব অস্বীকৃত নয়, তবে প্রকৃত একত্মবাদ হল, মধ্যবর্তী কার্য-কারণ সত্ত্বেও মনুষ্য দৃষ্টি সেই অবিনশ্বর সত্তা হতে যেন গাফেল না হয় যিনি বৈশ্বিক কারখানার কার্য-কারণ এবং যাকে ছাড়াই বাহ্যিক কারণের একটি মৃত কীটের অধিক কোন যোগ্যতা নেই। অতঃপর হুযুর (আই.) বলেন, হুদায়বিয়া সন্ধির ঘটনার আরও কিছু অংশ বাকি আছে যা

আগামীতে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। এখন কিছু প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং জুমুআর নামাযের পর জানাযা নামযও পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণটি হল, বাংলাদেশের আহ্মদনগর নিবাসী আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের পুত্র স্নেহের শাহারিয়ার রাকীন সাহেবের। গত ৫ই আগস্ট সরকার পতনের পর দেশে অরাজকতা শুরু হয়। এ সুযোগে আহ্মদী বিরোধীরা আহ্মদনগর জামা'তে আক্রমণ করে। আহ্মদীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় এরপর জামেয়া আহ্মদীয়া ও জলসাগাহের দিকে আসে। যদিও তারা জামেয়া আহ্মদীয়াতে প্রবেশ করতে পারেনি, তবে জলসাগাহের পিছনের অংশে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত খুদ্দামদের ঘিরে ফেলে এবং বেধড়ক মারধর করতে থাকে। তাদের মাঝে শাহরিয়ার রাকীনও ছিল। সে তার মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে তিন মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর গত ৮ই নভেম্বর ১৬বছর বয়সে শাহাদত বরণ করে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। স্নেহের শাহরিয়ার একজন ওয়াকফে নও ছিল। শহীদ তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতামাতা ছাড়াও দাদা-দাদি, এক বোন এবং দুই ভাই রেখে গেছে।

দ্বিতীয়ত, হুযুর (আই.) ফিলিস্তিনের আব্দুল্লাহ্ আসাদ ওদে সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন যিনি একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, উদ্যোগী এবং জামা'তের একজন প্রকৃত সেবক ছিলেন। অতঃপর হুযুর (আই.) দুজন মরহুমের আত্মার মাগফিরাত এবং তাদের পদমর্যাদার উন্নতির জন্য দোয়া করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

15 November 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat